54

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

নীতিমালা ছাড়াই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কলেজ উন্নয়ন তালিকার পরিবর্তন

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিএনপি সরকারের আমলে প্রায় ১শ' ১৩ কোটি টাকার বেসরকারী কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পের যে গল্প শুরু হয়েছিল, তা আজও শেষ হয়নি। নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকল্পে ইচ্ছামতো পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। এক শ' আটানব্বইটি কলেজের স্থলে এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পে কলেজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩শ' ৬৫টি। সর্বশেষ বর্তমান সরকারের আমলে সংযোজন করা ২৭টি কলেজের তালিকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি অনুমোদন দিলে এসব কলেজ সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা যায়, '৯৩-৯৪ সালে সুনির্দিষ্ট চারটি নীতিমালার ভিত্তিতে ১শ' ৯৮টি কলেজ বাছাই করা হয়। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এসব কলেজের উন্নয়ন কাজ করার জন্য ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কার্যালয় থেকে ১শ' ৯৮টি কলেজের তালিকায় আরও ২০টি কলেজ সংযোজন করা হয়। পাশাপাশি ইতোপূর্বে অনুমোদিত ১শ' ৯৮টি কলেজের তালিকা থেকে ২৭টি কলেজের নাম বাদ দেয়া হয়। সংযোজন ও বিয়োজন এ পর্যায়েও শেষ হয়নি। পরবর্তীতে আরও ৪৭টি কলেজ মূল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে প্রকল্পে মোট কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২শ' ৬৫টি। এরপর বিভিন্ন পর্যায়ে আরও ৪৫টি কলেজ অন্তর্ভুক্ত করলে মোট কলেজের সংখ্যা হয় ৩শ' ১০। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনপ্রতিনিধিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আরও ৪০টি কলেজের নাম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় কলেজের সংখ্যা ৩শ' ৫০এ উন্নীত হয়। পরবর্তীতে আঞ্চলিক সমতা আনার জন্য ও জনপ্রতিনিধিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে '৯৭ সালের ১০-মে সর্বশেষ ১৫টি কলেজ অন্তর্ভুক্ত করার ফলে প্রকল্পে মোট কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩শ' ৬৫।

সূত্র জানায়, সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত করা ২৭টি কলেজের তালিকা গত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর পর তিনি অনুমোদন দিলে এসব কলেজের নাম সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এদিকে প্রকল্পের ২শ' ৮৬টি কলেজের উন্নয়ন কাজ প্রায় শেষের পথে। ৫৮টি কলেজের কাজ চলছে। দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ২১টি কলেজের। তবে কলেজ নির্বাচনের যে চার নীতিমালা ছিল তা অনুসরণ করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।